Vol. 38 | No. 2 | 1995

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বে বিধৃত বৃত্তি

Volume	38
Issue	2
Year	1995
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	দিলীপকুমার ভট্টাচার্য্য
Published online	February 1, 1995
DOI	10.62328/sp.v38i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v38i2.3
Pages	41-62
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
৩৮ বর্ষ : সংখ্যা ২

Check for updates

সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বে বিধৃত বৃত্তি

দিলীপকুমার ভট্টাচার্য্য

সংস্কৃতে জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন শাখায় বৃত্তির স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন। সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বে বৃত্তি চার প্রকার — ভারতী, সাত্ত্বতী, কৈশিকী ও আরভটী। এর মধ্যে প্রথমটি শব্দবৃত্তি এবং পরের তিনটি অর্থবৃত্তি। বর্তমান নিবন্ধে ভরত, ধনঞ্জয়, বিশ্বনাথ, রূপগোস্বামী, সাগরনন্দী, শারদাতনয়, শ্রীকৃষ্ণ কবি, শিঙ্গভূপাল প্রমুখের মত-সংকলন করে এই বৃত্তিচতুষ্টয়ের স্বরূপ এবং তাদের অঙ্গ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বৃত্তি শব্দটি সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব, নাট্যতত্ত্ব, দর্শন ও ব্যাকরণশাস্ত্রে মোটামুটিভাবে ব্যাপার বা ক্রিয়া অর্থে ব্যবহৃত। কিন্তু বিভিন্ন শাস্ত্রে আলোচ্যবিষয়ের ভিন্নতার জন্য এক এক বিভাগে বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্বরূপ নির্দেশিত হয়েছে। ব্যাকরণশাস্ত্রে বলা হয়েছে, "পরার্থাভিধানং বৃত্তিঃ"-শব্দগঠনে মূল অপেক্ষা ভিন্ন অর্থ বোঝানোর জন্য যা ব্যবহৃত হয়, তাকে বলা হয় বৃত্তি। কৃৎ, তদ্ধিত, সমাস, একশেষ এবং সন্, যঙ্ প্রভৃতি যুক্ত ধাতরূপ—এই পাঁচটি ব্যাকরণশাস্ত্রে বৃত্তি নামে পরিচিত।[১] অলংকারশাস্ত্রে রসের অনুকূল ঔচিত্যযুক্ত শব্দ ও অর্থের প্রয়োগের নাম বৃত্তি। শব্দের অর্থপ্রকাশিকা শক্তি অর্থাৎ অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্যশক্তিকেও অলংকারশাস্ত্রে বৃত্তি বলা হয়। দর্শনশাস্ত্রে অন্তঃকরণের পরিণামভেদকে বলা হয় বৃত্তি।

নাট্যতত্ত্বে বৃত্তির স্বরূপ ভিন্নতর। বৃত্তি সম্বন্ধে আচার্য ভরত বলেছেন যে, নানাপ্রকার ভাব এবং রসাশ্রিত যে-সব প্রয়োগ নাটকে দেখা যায় তার নাম বৃত্তি :

পুনর্নাট্যপ্রয়োগে চ নানাভাবরসান্বিতা।।
বৃত্তিসংজ্ঞা কৃতা হ্যেষা নানাভাবরসাশ্রয়া।
[ভরত ১৯৮০ : ২০/২০-২১]

সাগরনন্দীর মতে, "নেপথ্য-গীত-বাদিত-রসভাবাভিনয়-নৃত্য-জাতীনাং ক্বাপি বিশেষে বর্তনমিতি বৃত্তিঃ কথিতা" [সাগর নন্দী ১৩৮৫ : ১৪২]— বেশ-ভূষা, গীত, বাদ্য, রস এবং ভাবের অভিনয় ও নৃত্য-এসবের কোন এক বিশেষ প্রকারে ব্যবহারকে বৃত্তি বলা হয়। সাগরনন্দী বৃত্তির আরেকটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন : "বিলাসবিন্যাসক্রমো বৃত্তিরিতি" [সাগর নন্দী ১৩৮৫ : ১৪২] — বিলাসবিন্যাসের ক্রমই বৃত্তি।

সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় বৃত্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন :

> বৃত্তি শব্দের অর্থ ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়া। নাটক অভিনেয় কাব্য, অভিনয় সফল হইলেই নাটকের সার্থকতা। রঙ্গমঞ্চে ঘটনার দৃশ্যমানত্বই নাটকত্ব। অভিনয়ের মধ্য দিয়াই নাটকীয় ঘটনাটিকে আমরা ঘটিতে দেখি, অভিনয়েরই মাধ্যমে নাটকের মুখ্য ফল লাভের জন্য পাত্র-পাত্রীর যে প্রযত্ন তাহা প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রযত্নে আমরা প্রত্যক্ষ করি পাত্র-পাত্রীর বেশ-ভূষা, তাহাদের হাব-ভাব, বিলাস-বিক্রিয়া; এই প্রযত্নকালেই প্রত্যক্ষভাবে আমরা শুনি তাহাদের বিচিত্র সংলাপ। সমগ্র অভিনয় ব্যাপারের এই যে সামগ্রিক সাবলীল রূপ, এই যে বহিরঙ্গ প্রকাশ, ইহারই নাম বৃত্তি। [সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৯৭৪ : ৭৯-৮০]।

এ. বি. কীথ বলেন,

> Plot, Hero and Sentiment are not the only constituent elements of a Sanskrit Drama; the poet must be adept in adapting the appropriate manner of style (V.rtti) for each action .... The style adds to the play the indefinable element of perfection which is present in the highest beauty of feature or dress. [Keith 1992 : 337]

নাট্যশাস্ত্রকার মহর্ষি ভরত বলেছেন : "সর্বেষামেব কাব্যানাং মাতৃকা বৃত্তয়ঃ স্মৃতাঃ [ভরত ১৯৮০ : ২০/৪]—সকল দৃশ্যকাব্যেরই জননী হচ্ছে বৃত্তি।

বিদ্যানাথের মতে বৃত্তি হচ্ছে রসের অবস্থানসূচক-"কৈশিক্যারভটী সাত্ত্বতী ভারতী চেতি রচনাশ্রিতত্বেন রসাবস্থানসূচকাশ্চতস্রো বৃত্তয়ঃ" [বিদ্যানাথ ১৯৮১ : ৫৯]. দশরূপকে ধনঞ্জয়ও অনুরূপ মন্তব্যই করেছেন :

> কৈশিক্যারভটী চৈব সাত্ত্বতী ভারতী তথা।
> চতস্রো বৃত্তয়ো জ্ঞেয়া রসাবস্থানসূচকাঃ।।
> [বিদ্যানাথ ১৯৮১ : ৬০]

নাট্যতত্ত্বে ভারতী, সাত্ত্বতী, কৈশিকী এবং আরভটী : প্রধানত চার প্রকার বৃত্তিই স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু ধনঞ্জয় বলেন, উদ্ভটাচার্যের অনুসারিগণ আরেকটি বৃত্তি স্বীকার করেছেন। তবে তিনি এই বৃত্তিটির নামকরণ করেন নি। হরিপালদেব *সঙ্গীতসুধাকরে* ব্রাহ্মী নামক একটি বৃত্তির উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত ধনঞ্জয় একেই পঞ্চম বৃত্তি বলেছেন। এই বৃত্তি ব্রহ্মোদ্ভবা এবং ব্রাহ্ম, শান্ত ও অদ্ভুতরসাশ্রয়া :

> ব্রাহ্মী নাম ভবেদ্‌বৃত্তিঃ ব্রাহ্মশান্তাদ্ভুতাশ্রয়া।
> ব্রাহ্মী ব্রহ্মোদ্ভবা তত্র শেষা নারায়ণোদ্ভবা।
> [ধনঞ্জয় ১৯২১ : ৭০]

ভরত-প্রমুখ নাট্যতত্ত্ববিদগণ বৃত্তির উদ্ভবস্থল সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে ঋগ্‌বেদ থেকে ভারতী, যজুর্বেদ থেকে সাত্ত্বতী, সামবেদ থেকে কৈশিকী এবং অথর্ববেদ থেকে আরভটী বৃত্তি উদ্ভূত হয়েছে :

> ঋগ্‌বেদাদ্ ভারতী বৃত্তির্যজুর্বেদাত্তু সাত্ত্বতী।
> কৈশিকী সামবেদাচ্চ শেষা চার্থবণাস্তথা।।"
> [ভরত ১৯৮০ : ২২/২৪]

এই প্রধান বৃত্তিচতুষ্টয়ের মধ্যে আদিতে কৈশিকী বৃত্তির অস্তিত্ব ছিল না। ভরত বলেছেন যে, প্রথমে তিনি যে-অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা করেছিলেন তাতে ভারতী, সাত্ত্বতী ও আরভটী বৃত্তি ছিল। লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে এ বিষয়ে বলার পর তিনি উপদেশ দিলেন কৈশিকী বৃত্তি সংযোগ করার জন্য এবং জানতে চাইলেন এই বৃত্তি প্রয়োগ করতে গেলে কি কি উপাদান লাগতে পারে। তখন ভরতাচার্য নিবেদন করলেন যে, মহাদেবের নৃত্যকালে তিনি মৃদু অঙ্গহার, রস ও ভাবযুক্ত ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করেছিলেন। এগুলোতে যে ধরণের সূক্ষ্ম, মনোহর কলাচাতুর্য এবং সাজ-সজ্জার প্রয়োগ হয়েছিল তা শৃঙ্গার রসেরই অনুগুণ। এটিকে সার্থক করতে হলে স্ত্রীলোক ব্যতীত কেবল পুরুষের চেষ্টাই যথেষ্ট নয়। তাই এই বৃত্তিকে সম্যক্‌ভাবে বিকশিত করার জন্য অপ্সরাদের নিয়োগ প্রদান করা হল। এই সব অপ্সরাই সর্বপ্রথম প্রয়োগ করলেন কৈশিকী বৃত্তির।

ভারতী প্রভৃতি চারটি নাট্যবৃত্তিকে শব্দবৃত্তি ও অর্থবৃত্তি ভেদে দুইভাগে ভাগ করা যায়। একমাত্র ভারতী হচ্ছে শব্দবৃত্তি আর সাত্ত্বতী, আরভটী ও কৈশিকী বৃত্তি হচ্ছে অর্থবৃত্তি। এখানে এই বৃত্তিচতুষ্টয়ের স্বরূপ ও তাদের অঙ্গসম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

ভারতী বৃত্তি

নাট্যশাস্ত্রকার ভরতাচার্য বলেন :

যা বাক্‌প্রধানা পুরুষপ্রযোজ্যা
স্ত্রীবর্জিতা সংস্কৃতবাক্যযুক্তা।
স্বনামধেয়ৈর্ভরতৈঃ প্রযুক্তা
সা ভারতী নাম ভবেত্তু বৃত্তিঃ।
[ভরত ১৯৮০ : ২২/২৫]

-ভারতী বৃত্তি বাক্‌প্রধান, স্ত্রীবর্জিত, পুরুষ প্রযোজ্য ও সংস্কৃতবাক্যযুক্ত। ভরত অর্থাৎ নট বা নর্তক কর্তৃক প্রযুক্ত বলে এর নাম ভারতী।

ধনঞ্জয় এই লক্ষণটিকে অবলম্বন করে অতিসংক্ষেপে ভারতী বৃত্তির লক্ষণ স্থির করেছেন নিম্নলিখিতভাবে :

"ভারতী সংস্কৃতপ্রায়ো বাগ্‌ব্যাপারো নটাশ্রয়:" [ধনঞ্জয় ১৯২১ : ৩/৫]—ভারতী বৃত্তি প্রায়ই সংস্কৃত ভাষায় রচিত বাক্য এবং তা নটদের দ্বারা ব্যবহৃত। ধনঞ্জয় নির্দেশিত এই সংক্ষিপ্ত লক্ষণটিই বিশ্বনাথ *সাহিত্যদর্পণে* (৬/২৯) উদ্ধৃত করেছেন। সাগরনন্দী তাঁর *নাটকলক্ষণরত্নকোশে* ভরত নির্দেশিত লক্ষণটিকেই

উদ্ধৃত করেছেন। শিঙ্গভূপাল, শারদাতনয়, বিদ্যানাথ প্রভৃতি এই বৃত্তির নামোল্লেখ করলেও তার কোনো লক্ষণ নির্দেশ করেন নি।

ভরত, ধনঞ্জয় প্রমুখ নাট্যতত্ত্ববিদ ভারতী বৃত্তির যে লক্ষণ নির্দেশ করেছেন তা থেকে প্রমাণিত হয় যে ভারতী বৃত্তিতে নটীর প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

ভারতী বৃত্তির অঙ্গ চারটি — প্ররোচনা, আমুখ, বীথী ও প্রহসন।

(ক) প্ররোচনা — নাট্যশাস্ত্রে নিম্নলিখিতভাবে প্ররোচনার লক্ষণ নির্দেশিত হয়েছে—

জয়ন্যদয়িনী (?) চৈব মঙ্গল্যা বিবজয়াবহা।
সর্বপাপপ্রশমনী পূর্বরঙ্গে প্ররোচনা।"
[ভরতনাট্যশাস্ত্র, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৩]

-পূর্বরঙ্গে প্ররোচনা হয় জয়সূচনাকারিণী, মঙ্গলবিধায়িনী ও সর্বপাপনাশিনী।

সাগরনন্দীও প্ররোচনার এই লক্ষণটিই উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু পরবর্তী নাট্যতাত্ত্বিকগণ প্ররোচনার এই লক্ষণ আর গ্রহণ করেন নি। ধনঞ্জয় সংক্ষেপে কিন্তু সুন্দরভাবে প্ররোচনার লক্ষণ নির্দেশ করেছেন :

উন্মুখীকরণং তত্র প্রশংসাতঃ প্ররোচনা
[ধনঞ্জয় ১৯২১ : ৩/৬]

-প্রশংসার দ্বারা নাট্যব্যাপারের প্রতি উন্মুখীকরণকে প্ররোচনা বলে।

এখানে সঙ্গত কারণেই দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় : কার প্রশংসা এবং কাদের উন্মুখীকরণ ? এর উত্তর পাওয়া যায় শারদাতনয়[২] ও রূপগোস্বামীর[৩] বক্তব্যে। শারদাতনয়ের মতে প্রখ্যাত ও উদাত্ত নাট্যবস্তুর প্রশংসার দ্বারা এবং রূপগোস্বামীর মতে দেশ, কাল, কথা, নাট্য ও সামাজিকগণের প্রশংসার দ্বারা শ্রোতৃগণকে অভিনয়ের প্রতি উন্মুখ করে তোলা হয়। প্রকৃতপক্ষে কবি, কাব্য ও প্রেক্ষকগণের প্রশংসাই প্ররোচনা। দশরূপকের 'অবলোক' নামক টীকার রচয়িতা ধনিক শ্রীহর্ষরচিত 'রত্নাবলী' নাটিকা থেকে প্ররোচনার যে উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন তার চমৎকার বঙ্গানুবাদ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর :

শ্রীহর্ষ নিপুণ কবি,
পরিষৎ গুণগ্রাহী, বৎসরাজচরিত সুন্দর।
নাট্যে দক্ষ মোরা সবে,
সুচারু আখ্যানবস্তু, গুণিগণ সবে একত্তর,
লভিতে বাঞ্ছিত ফল এই তো গো পূর্ণ অবসর।

পরবর্তীকালে বিশ্বনাথ[৪], শ্রীকৃষ্ণ কবি[৫] প্রমুখ নাট্যতাত্ত্বিকগণ প্ররোচনার লক্ষণনির্দেশে ধনঞ্জয়, শারদাতনয়, রূপগোস্বামী প্রমুখ নাট্যতাত্ত্বিকগণকেই অনুসরণ করেছেন।

(খ) আমুখ - আচার্য ভরত বলেন :

নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা।
সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্বতে।।
চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্যোত্থৈর্বীথ্যঙ্গৈরন্যথাপি বা
আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং বুধৈঃ প্রস্তাবনাপি বা।
[ভরতনাট্যশাস্ত্র, ৩য় খণ্ড, ২২/২৮-২৯]

-যাতে নটী, বিদূষক অথবা পারিপার্শ্বিক সূত্রধারের সঙ্গে নিজের কার্যসংক্রান্ত বিচিত্র বাক্য দ্বারা অথবা বীথ্যঙ্গ দ্বারা বা অন্যপ্রকারে সংলাপ করেন, তাকে পণ্ডিতেরা আমুখ বা প্রস্তাবনা বলে থাকেন।

ভরতোত্তর কালে সকল নাট্যতত্ত্ববিশারদই আমুখ বা প্রস্তাবনা সম্পর্কে প্রায় একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

নাটকে প্রস্তাবনার গুরুত্ব সমধিক। কারণ প্রস্তাবনার দ্বারা সূচিত না হয়ে কোন পাত্র বা পাত্রী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করতে পারে না।

আমুখ বা প্রস্তাবনার আবার পাঁচটি অঙ্গ— উদ্‌ঘাত্যক, কথোদ্‌ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবৃত্তক বা প্রবর্তক ও অবলগিত।

(খ) ১ : উদ্‌ঘাত্যক প্রস্তাবনা- "প্রবেষ্টুরভিপ্রেতার্থেন বক্তুরভিপ্রেতার্থ উদ্ধন্যতে তিরোধীয়তে ইতি উদ্‌ঘাত্যকঃ" — প্রবেশকারী পাত্রের অভিপ্রেতার্থ দ্বারা বক্তার অভিপ্রেতার্থ তিরোহিত হলে উদ্‌ঘাত্যক নামক প্রস্তাবনা হয়। বিশ্বনাথ এর লক্ষণ সম্পর্কে বলেন :

পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ।
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈ স উদ্‌ঘাত্যক উচ্যতে।
[বিশ্বনাথ ১৩৮৬ : ৬/৩৪]

— রঙ্গমঞ্চস্থিত কোন পাত্র যে-অর্থে কোনো শব্দ প্রয়োগ করেন, রঙ্গমঞ্চের বহিঃস্থ কোন পাত্র যদি সেই অর্থ গ্রহণ না করে অন্য অর্থে গ্রহণ করেন এবং সেই সঙ্গে স্বরচিত পদ সংযুক্ত করে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন, তাহলে তাকে বলা হয় উদ্‌ঘাত্যক প্রস্তাবনা।

উদ্‌ঘাত্যক প্রস্তাবনার এই লক্ষণটিই সমধিক প্রচলিত। কবি বিশাখদত্তরচিত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের প্রস্তাবনা উদ্‌ঘাত্যক প্রস্তাবনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সাগরনন্দী[৬] ও শিঙ্গভূপাল-[৭] এর মতে প্রস্তাবনা হচ্ছে প্রশ্নোত্তরমূলক সংলাপ। পাত্র-পাত্রীদের সংলাপ কখনও সৃষ্ট হয় গূঢ়ার্থক শব্দপ্রয়োগে, কখনও প্রশ্নোত্তর-মালায়। তবে এই অভিমত সর্বজনস্বীকৃত নয়।

(খ) ২ : কথোদ্‌ঘাত প্রস্তাবনা—"কথয়া সূত্রধারবাক্যেন পাত্রোপস্থিতিরিতি কথোদ্‌ঘাতপ্রস্তাবনা"—কথা অর্থাৎ সূত্রধারের বাক্যের দ্বারা উদ্‌ঘাত অর্থাৎ পাত্রোপস্থিতি ঘটলে কথোদ্‌ঘাত প্রস্তাবনা হয়।

ভরত, ধনঞ্জয়, শারদাতনয়, বিদ্যানাথ, শ্রীকৃষ্ণ কবি প্রমুখ সকল নাট্যতাত্ত্বিকই কথোদ্‌ঘাত প্রস্তাবনার স্বরূপসম্পর্কে একই বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

'রত্নাবলী' নাটিকা ও 'বেণীসংহার' নাটকের প্রস্তাবনা কথোদ্‌ঘাত প্রস্তাবনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(খ) ৩ : প্রয়োগাতিশয় প্রস্তাবনা- "দ্বিতীয়প্রয়োগেন প্রথমপ্রয়োগস্য অতিশয়ঃ অতিক্রমঃ যত্র ইতি প্রয়োগাতিশয়ঃ প্রস্তাবনা" অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রয়োগের দ্বারা প্রথম প্রয়োগের অতিশয় অতিক্রম যেখানে হয়, সেখানে হয় প্রয়োগাতিশয় প্রস্তাবনা। বিশ্বনাথের মতে :

যদি প্রয়োগ একস্মিন্
প্রয়োগোহন্যঃ প্রযুজ্যতে।
তেন পাত্রপ্রবেশশ্চেৎ
প্রয়োগাতিশয়স্তদা॥
[বিশ্বনাথ ১৩৮৬ : ৬/৩৬]

—যখন একটি বিষয়ের আলোচনাকালে অপর একটি বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হয় এবং দ্বিতীয় আলোচনাকে অবলম্বন করে পাত্রপ্রবেশ ঘটে, তখন সেই প্রস্তাবনা অভিহিত হয় প্রয়োগাতিশয় প্রস্তাবনা নামে। স্বপ্নবাসবদত্ত, কুন্দমালা প্রভৃতি নাটকের প্রস্তাবনা এই শ্রেণির অন্তর্গত।

(খ) ৪ : প্রবৃত্তক বা প্রবর্তক প্রস্তাবনা —"তদানীং বর্তমানং বসন্তাদিকালমবলম্ব্য পাত্রং প্রবেশয়তীতি প্রবৃত্তকং প্রর্তকং বা"— তৎকালে বর্তমান বসন্ত প্রভৃতি ঋতু অবলম্বন করে পাত্রপ্রবেশ ঘটান হলে প্রবৃত্তক বা প্রবর্তক প্রস্তাবনা হয়। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে :

কালং প্রবৃত্তমাশ্রিত্য সূত্রধৃগ্ যত্র বর্ণয়েৎ।
তদাশ্রয়শ্চ পাত্রস্য প্রবেশস্তৎ প্রবর্তকম্।।
[বিশ্বনাথ ১৩৮৬ : ৬/৩৭]

—কোনও ঋতুর বর্ণনা করে যদি সূত্রধার সেই বর্ণনাকে উপলক্ষ করে শ্লেষের সাহায্যে পাত্র প্রবেশ করান, তাহলে সেই প্রস্তাবনার নাম হয় প্রবর্তক বা প্রবৃত্তক প্রস্তাবনা।

(খ) ৫ : অবলগিত প্রস্তাবনা—"অবলগতি পাত্রপ্রবেশেন সহ সুন্দরমবসজতীতি অবলগিতম্" —পাত্রপ্রবেশের দ্বারা যা সুন্দরভাবে পরিব্যাপ্ত হয়, তাকে বলা হয় অবলগিত প্রস্তাবনা।

আচার্য ভরত এই শ্রেণির প্রস্তাবনার লক্ষণসম্পর্কে বলেন :

যত্রান্যস্মিন্ সমাবেশ্য কার্যমন্যৎ প্রশস্যতে।
তত্রাবলগিতং নাম বিজ্ঞেয়ং নাট্যযোক্তৃভিঃ।।
[ভরত ১৯৮০ : ২০/১২২]

—যে প্রস্তাবনায় একটি বিষয়ের প্রশংসাচ্ছলে সাদৃশ্যহেতু বিষয়ান্তরের প্রশংসা উক্ত হয় এবং সেই প্রশংসায় উপমানরূপে বর্ণিত নাটকীয় পাত্রের প্রবেশ ঘটে, তাকে অবলগিত প্রস্তাবনা বলা হয়।

কালিদাসকৃত 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের প্রস্তাবনা এই শ্রেণির প্রস্তাবনা।

ভরতোত্তর কালে সকল নাট্যতাত্ত্বিকই এই প্রস্তাবনার লক্ষণ সম্পর্কে একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

(গ) বীথী - বীথী ভারতী বৃত্তির তৃতীয় অঙ্গ এবং দশরূপকের মধ্যে অন্যতম রূপক। এই শ্রেণির রূপকের লক্ষণ সম্পর্কে ভরত মুনি বলেন :

বীথী স্যাদেকাঙ্কা দ্বিপাত্রহার্যা তথৈকহার্যা বা।
অধমোত্তমমধ্যাভির্যুক্তা স্যাৎ প্রকৃতিভিস্তিসৃভিঃ।।
[ভরত ১৯৮০ : ২০/১১৬]

—বীথী একাঙ্কবিশিষ্ট রূপক। এর পাত্রসংখ্যা এক বা দুই হতে পারে। উত্তম, মধ্যম ও অধম তিন প্রকার প্রকৃতিরই পরিচয় থাকে এতে।

অগ্নিপুরাণে বীথীর নামোল্লেখ আছে, কিন্তু লক্ষণ নির্দেশিত হয় নি। সাগরনন্দী, ধনঞ্জয়, বিদ্যানাথ, বিশ্বনাথ, শারদাতনয়, রামচন্দ্র-গুণচন্দ, শিঙ্গভূপাল, শ্রীকৃষ্ণ কবি প্রমুখ সকলেই বীথীর লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। তবে এইসব লক্ষণে কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন— ভরত, সাগরনন্দী ও বিশ্বনাথ বীথীতে প্রযোজ্য বৃত্তির উল্লেখ করেন নি। কিন্তু রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের মতে বীথীতে প্রযুক্ত হবে ভারতী বৃত্তি। কিন্তু অন্যান্য সকল নাট্যতাত্ত্বিক-এর মতে বীথীতে প্রযুক্ত হবে কৈশিকী বৃত্তি। আবার বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ ও প্রতাপরুদ্রীয়ে বীথীর পাত্রসংখ্যার উল্লেখ নেই। সাগরনন্দীর মতে পাত্রসংখ্যা দুই। অন্যান্য নাট্যতাত্ত্বিকের মতে পাত্রসংখ্যা হবে এক বা দুই।

বীথীর অঙ্গসংখ্যা তের— ১। উদ্‌ঘাত্যক, ২। অবলগিত, ৩। প্রপঞ্চ, ৪। ত্রিগত, ৫। ছল, ৬। বাক্‌কেলি বা বাগ্‌বেণী, ৭। অধিবল, ৮। গণ্ড, ৯। অবস্যন্দিত বা অবস্পন্দিত, ১০। নালিকা, ১১। অসৎপ্রলাপ, ১২। ব্যাহার, ১৩। মৃদব বা মার্দব।

যখন অসত্য ও হাস্যকর বাক্যে দুই ব্যক্তি পরস্পর পরস্পরের প্রশংসা করে, তখন প্রপঞ্চ অঙ্গের অবতারণা হয়। শ্রুতিসাম্য হেতু শ্রোতা যখন কোনো শব্দ থেকে একাধিক অর্থ কল্পনা করে, তখন ত্রিগত নামক অঙ্গ হয়। বাহ্যত প্রিয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অপ্রিয় বাক্যের দ্বারা প্রলুব্ধ করে স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে ছলনা তাই ছল নামে অভিহিত। হাস্যকর একাধিক প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে বাক্য নিয়ে যে খেলা তারই নাম বাক্‌কেলি বা বাগ্‌বেণী। পারস্পরিক স্পর্ধাযুক্ত ভাষণের নাম অধিবল বা অতিবল। প্রস্তুত ব্যাপারে পৃথক অর্থবাচক বিষয় সহসা উদিত হয়ে একটি সম্বন্ধ স্থাপিত হলে হয় গণ্ড। রসের দ্বারা উক্ত হয়ে যা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে তাকে বলা হয় অবস্যন্দিত। উপহাসযুক্ত প্রহেলিকা ও নিগূঢ় অর্থপূর্ণ বাক্যকে বলে নালিকা। দোষকে গুণ বা গুণকে দোষ বলে মনে হলে মৃদব বা মার্দব বলা হয়।

(ঘ) প্রহসন— প্রহসন্ ভারতী বৃত্তির চতুর্থ অঙ্গ ও একশ্রেণির রূপক। প্রহসনের স্বরূপ সম্পর্কে আচার্য ভরত বলেন :

প্রহসনমপি বিজ্ঞেয়ং দ্বিধিধং শুদ্ধং তথৈব সংকীর্ণম্।
তস্য ব্যাখ্যাস্যেহহং পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণবিশেষান্।
ভগবত্তাপসভিক্ষুশ্রোত্রিয়বিপ্রাতিহাসসংযুক্তম্।
নীচজনসংপ্রযুক্তং পরিহাসভাষণপ্রায়ম।।
নিয়তগতিবস্তুবিষয়ং শুদ্ধং জ্ঞেয়ং প্রহসনং তু।।
বেশ্যাচেটনপুংসকধূর্তবিটা বন্ধকী চ যত্র স্যুঃ।
অনিভৃতবেষপরিচ্ছদচেষ্টাকরণাত্তু সংকীর্ণম্।।
লোকোপচারযুক্তা যা বার্তা যশ্চ দম্ভসংযোগঃ।
তৎ প্রহসনে প্রযোজ্যং ধূর্তবিটবিবাদসম্পন্নঃ।।
বীথ্যঙ্গৈঃ সংযুক্তং কর্তব্যং প্রহসনং যথাযোগম্।
[ভরত ১৯৮০ : ২০/১০২-১০৭]

— প্রহসন দ্বিবিধ —শুদ্ধ ও সংকীর্ণ। ভগবৎ অর্থাৎ শৈবগুরু, তাপস, ভিক্ষু ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণের অতিশয় হাস্যপূর্ণ, নীচ লোকের পরিহাস ও সম্ভাষণবহুল, অবিকৃত ভাষা ও আচার এবং বিশেষ উপহাসপূর্ণ পদসমূহসমন্বিত প্রহসনই শুদ্ধ প্রহসন। সংকীর্ণ প্রহসনে থাকে বেশ্যা, চেট, নপুংসক, ধূর্ত, বিট এবং দুশ্চরিত্রা নারী। এদের কার্যকলাপ ও বেশ-ভূষা হয় প্রকাশ্য।

জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত কেলেঙ্কারী এবং দম্ভ প্রহসনে প্রযোজ্য। এতে সংযোজিত হয় ধূর্ত ও বিটের কলহ। প্রহসনে উপযুক্তস্থলে বীথীর অঙ্গসমূহ বর্তমান থাকে।

ভরত, সাগরনন্দী, রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র এবং বিশ্বনাথ শুদ্ধ ও সংকীর্ণ এই দুই প্রকার প্রহসনের কথা বলেছেন। কিন্তু ধনঞ্জয়, শারদাতনয় ও শ্রীকৃষ্ণ কবি শুদ্ধ, বিকৃত ও সংকীর্ণ এই তিন প্রকার প্রহসনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন।

ভরত থেকে শ্রীকৃষ্ণ কবি পর্যন্ত সকলের মতেই প্রহসন কবিকল্পিত ও হাস্যপ্রধান একাঙ্ক রূপক। এখানে মুখ ও নির্বহণ সন্ধি প্রযোজ্য এবং পাত্রসংখ্যা একাধিক।

সাত্ত্বতী বৃত্তি

যা সাত্ত্বতেনেহ গুণেন যুক্তা
ন্যায়েন বৃত্তেন সমন্বিতা চ।
হর্ষোৎকটা সংহৃতশোকভাবা
সা সাত্ত্বতী নাম ভবেত্তু বৃত্তিঃ।।
[ভরত ১৯৮০ : ২২/৩৭]

—যে বৃত্তি সত্ত্বগুণযুক্ত, ন্যায়াচরণসমন্বিত, উপযুক্ত ছন্দোযুক্ত, বহুল পরিমাণে হর্ষযুক্ত এবং যাতে শোকভাব সংবরণ করা হয়, তাকে সাত্ত্বতী বৃত্তি বলা হয়।

সত্ত্বগুণ থেকে সাত্ত্বতী বৃত্তির উদ্ভব। এর অঙ্গীরস বীর এবং অঙ্গরস অদ্ভুত, রৌদ্র, করুণ ও শৃঙ্গার। অনেক উদ্ধত পুরুষ এবং পরস্পরের ধর্ষণও এতে পরিলক্ষিত হয়।

এই বৃত্তির চারটি অঙ্গ—উত্থাপক, পরিবর্তক, সংলাপক ও সংঘাত।

(ক) উত্থাপক - অহমপ্যুত্থাস্যামি ত্বং তাবদ্দর্শয়াত্মনঃ শক্তিম্।
ইতি সংঘর্ষসমাশ্রয়মুত্থিতমুত্থাপকো জ্ঞেয়ঃ।।
[ভরত ১৯৮০ : ২২/৪২]

—আমিও ওঠব, তুমি নিজের শক্তি প্রদর্শন কর- এভাবে সংঘর্ষবিষয়ক উত্থান উত্থাপক নামে পরিচিত।

সাগরনন্দী, ধনঞ্জয় প্রমুখ নাট্যতাত্ত্বিক উত্থাপক সম্পর্কে একই মন্তব্য করেছেন। বিশ্বনাথ কিঞ্চিৎ ভাষান্তরিত করে বলেছেন, "উত্তেজনকরী শত্রোর্বাগুত্থাপক উচ্যতে" [বিশ্বনাথ ১৩৮৬ : ৬/১৩০]—যে-বাক্যে শত্রুর উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তাকে উত্থাপক বলা হয়।

(খ) পরিবর্তক — উত্থানসমারব্ধনর্থানুৎসৃজ্য যোহর্থযোগবশাৎ।
তান্যানর্থান্ ভজতে স চাপি পরিবর্তকো জ্ঞেয়ঃ।।"
[ভরত ১৯৮০ : ২২/৪৩]

—উত্থানে আরব্ধ বিষয় বর্জন করে যে প্রয়োজনবশে অন্য বিষয় অবলম্বন করে, তার নাম পরিবর্তক।

বিশ্বনাথ অত্যন্ত সহজভাবে এর লক্ষণ নির্দেশ করেছেন— "প্রারব্ধাদন্যকার্যানাং করণং পরিবর্তকঃ" [বিশ্বনাথ ১৩৮৬ : ৪০৬]

—আরব্ধ কার্য থেকে পৃথক অন্য কার্য করাকে পরিবর্তক বলে। কিন্তু সাগরনন্দীর বক্তব্য কিঞ্চিৎ ভিন্নতর—প্রারব্ধ যোগক্ষেমাবহ কর্ম নিষ্ফল হলে অন্য কার্য আরম্ভ করার নাম পরিবর্তক। সাগরনন্দী পরিবর্তকের আরও দুটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন— সাম, দান ও ভেদ এই তিনটি উপায়ই নিষ্ফল হলে দণ্ডকে

অবলম্বন করে যে উদ্ধারের অবস্থা বর্ণিত হয় তাকেও পরিবর্তক বলা হয়।[৯] অপরের মত বলে তিনি আরেকটি লক্ষণ উল্লেখ করেছেন—দৈববশে প্রকৃত কার্যের যে বিরূপ পরিণাম ঘটে তারই নাম পরিবর্তক।[১০]

(গ) সংলাপক - সাধর্ষজো নিরাধর্ষজো বাপি বিবিধবচনসংযুক্তঃ।
সাধিক্ষেপালাপো জ্ঞেয়ঃ সংলাপকঃ সোহপি।।
[ভরত ১৯৮০ : ২২/৪৪]

—ধর্ষণ বা অধর্ষণজনিত ও নানাবাক্যযুক্ত, অপমান বা নিন্দাসূচক আলাপকে বলা হয় সংলাপক।

সাগরনন্দী ভরতনির্দেশিত লক্ষণেরই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ধনঞ্জয় ভিন্নভাবে সংলাপকের নির্দেশ করেছেন :

"সংলাপকো গভীরোক্তির্নানাভাবরসা মিথঃ " [ধনঞ্জয় ১৯২১ : ২/৫০] — নানা ভাব ও রসপূর্ণ গভীর উক্তিকে সংলাপক বলা হয়। বিশ্বনাথ ধনঞ্জয়কৃত এই লক্ষণকেই কিঞ্চিৎ ভাষান্তরিত করে উল্লেখ করেছেন :

সংলাপঃ স্যাদ্ গভীরোক্তির্নানাভাবসমাশ্রয়ঃ
[বিশ্বনাথ ১৩৮৬ : ৬/১৩১]

—নানাভাবের ব্যঞ্জনাপূর্ণ গভীরোক্তিকে সংলাপক বলে।

(ঘ) সংঘাতক - মিত্রার্থকার্যযুক্ত্যা দৈববশাদাত্মদোষযোগাদ্বা।
সংঘাতভেদ জননস্তজ্জ্ঞৈঃ সংঘাতকো জ্ঞেয়ঃ।।
[ভরত ১৯৮০ : ২২/৪৫]

—বন্ধুর কাজের উদ্দেশ্যে দৈববশত অথবা আত্মদোষে সংহতিভেদকে বলা হয় সংঘাতক।

সংঘাতকের নামান্তর সাঙ্ঘাত্য। সাগরনন্দী ভরতনির্দেশিত লক্ষণকেই একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন-গুপ্তমন্ত্রণাজাত কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, দৈববশে বা

নিজের দোষে ঐক্যর ভেদজনক কুটকর্মকে সংজ্ঞাত্য বলা হয়।[১১] বিশ্বনাথের মতে মন্ত্রশক্তি, অর্থশক্তি, দৈবশক্তি প্রভৃতির দ্বারা দলের ভাঙন ঘটানোর নাম সাংঘাত্য।[১২] ধনঞ্জয়ের মতে উপদেশ অর্থ বা দৈবশক্তি দ্বারা সংঘভেদ হলে তাকে বলা হয় সাঙ্ঘাত্য।[১৩] এই লক্ষণের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে বিশ্বনাথ নির্দেশিত লক্ষণের।

সাত্ত্বতী বৃত্তিসম্পর্কে সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন :

> অধ্যবসায়, শৌর্য, ত্যাগ, দয়া, সরলতা প্রভৃতি সজ্জন-সদ্‌গুণের প্রেরণা-বহুল এই বৃত্তি, ইহাতে দুঃখ নাই, দুর্বলতা নাই, তামসিকতা নাই, অক্ষমতা নাই, আছে উৎসাহ, আছে আনন্দ, আছে বিস্ময়। ক্ষুদ্র অন্তরের ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে এই বৃত্তি, ইহা বীরভাব বীর-বিচেষ্টা, বীরব্যঞ্জক বৃত্তি। এই অদ্ভুত-বীর ব্যাপারে রতি বা শৃঙ্গারের স্থান অতি গৌণ। দেবতার ভোগে আত্মত্যাগ, আত্মবিস্মৃতি, কর্মকুশলতা, ইহাই যজুর্বেদের বৈশিষ্ট্য আর সাত্ত্বতী বৃত্তির মর্মবাণীও ইহাই। [সচ্চিনানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৯৭৪ : ৮৪]।

আরভটী বৃত্তি

এই বৃত্তি সম্পর্কে আচার্য ভরত বলেন :

> আরভটপ্রায়গুণা তথৈব চ বহ্বচনকপটা চ।
> দম্ভানৃতবচনবতী ত্বারভটী নাম বিজ্ঞেয়া।।
> [ভরত ১৯৮০ : ২২/৫৬]

—আরভট অর্থাৎ উদ্ধত শূরতুল্য গুণ যাতে বর্তমান এবং যাতে বহু ছল-চাতুরী, অসত্য ও অহংকারের সমাবেশ ঘটে, সেই বৃত্তির নাম আরভটী।

বিশ্বনাথ কবিরাজ অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে এই বৃত্তির লক্ষণ নির্ণয় করেছেন :

> মায়েন্দ্রজালসংগ্রামক্রোধোদ্‌ভ্রান্তাদিচেষ্টিতৈঃ।
> সংযুক্তা বধবন্ধাদ্যৈরুদ্ধতারভটী মতা।।
> [বিশ্বনাথ ১৩৮৬ : ৬/১৩২]

— মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধহেতু উদ্‌ভ্রান্তি প্রভৃতি ব্যাপারসমন্বিত হত্যা, বন্ধন প্রভৃতি কার্যের সঙ্গে সংযুক্ত যে-উগ্রবৃত্তি তার নাম আরভটী বৃত্তি।

এই বৃত্তির লক্ষণসম্পর্কে ধনঞ্জয়, শারদাতনয়,শিঙ্গভূপাল, সাগরনন্দী, শ্রীকৃষ্ণ কবি প্রমুখ সকলেই একমত।

আরভটী বৃত্তির চারটি অঙ্গ — বস্তূত্থাপন, সংফেট, সংক্ষিপ্তি ও অবপাতন।

(ক) বস্তূত্থাপন— সর্বসমাসকৃতং সবিদ্রবং বিদ্রবাশ্রয়ং বাহপি।
কার্যং বিভাব্যতে যৎ যত্তদ্বস্তূত্থাপনং জ্ঞেয়ম্।
[ভরত ১৯৮০ : ২২/৬০]

—যাতে সকল রসের সমন্বয় হয় এবং যাতে বিদ্রব (ত্রাস বা পলায়ন) থাকে বা যা বিদ্রবাশ্রিত হয়, তাকে বলা হয় বস্তূত্থাপন।

কিন্তু ধনঞ্জয়ের মতে, মায়া দ্বারা উত্থাপিত বস্তুকে বস্তূত্থাপনা বলা হয়।[১৪] বস্তূত্থাপনা বস্তূত্থাপনেরই নামান্তর। সাগরনন্দী এবিষয়ে ভরতকেই অনুসরণ করেছেন। তাঁর মতে বস্তূত্থাপন হল কোনও কারণে বন্ধুগণের নানা রসময় আচরণ। যেমন— শম্বরাসুর ও কামদেবের যুদ্ধে শিশু কামের কি ঘটবে এই ভেবে হরির ক্রোধ, বলরামের ব্যস্ততা, যাদবগণের শোক এবং বসুদেবের ভয়।[১৫] বিশ্বনাথ বস্তূত্থাপনের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন ধনঞ্জয়ের[১৬] অনুসরণে।

(খ) সংফেট — সংরম্ভসমাযুক্তো বহুযুদ্ধকপটনির্ভেদঃ।
শস্ত্রপ্রহারবহূলঃ সংফেটো নাম বিজ্ঞেয়ঃ।।
[ভরত ১৯৮০ : ২২/৬১]

—যা পলায়ন বা ত্রাসযুক্ত; বহুযুদ্ধ, কপটতা ও নির্ভেদসমন্বিত এবং যাতে বহুল পরিমাণে অস্ত্রাঘাত থাকে, তার নাম সংফেট।

সাগরনন্দী এই লক্ষণটি অনুসরণ করেই বলেছেন : "যাতে বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রসের প্রাধান্য, অস্ত্রযুদ্ধ এবং বাহুযুদ্ধের বাহুল্য, সম্ভ্রম ও কপটের প্রাচুর্য এবং শস্ত্রপাতজনিত বিষমতা থাকে, তাকে সংফেট বলা হয়।"[১৭] ধনঞ্জয় খুব সংক্ষেপে সংফেটের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন—"দুজন ক্রুদ্ধ ব্যক্তি বিবাদে মত্ত হলে সংফেট হয়। "[১৮] বিশ্বনাথ এ বিষয়ে ধনঞ্জয়কেই অনুসরণ করেছেন।[১৯]

(গ) সংক্ষিপ্তি — আচার্য ভরত সংক্ষিপ্তিকে বলেছেন সংক্ষিপ্তক। তাঁর মতে সংক্ষিপ্তকের লক্ষণ হল :

অন্বর্থশিল্পযুক্তো বহুপুস্তোত্থানচিত্রনেপথ্যঃ।
সংক্ষিপ্তবস্তুবিষয়ো জ্ঞেয়ঃ সংক্ষিপ্তকো নাম।।
[ভরত ১৯৮০ : ২২/৫৮]

—নাট্যবস্তুর অনুকূল শিল্পযুক্ত বহুপুস্ত[২০] সমন্বিত, উদ্যমযুক্ত, চিত্র ও বেশসমন্বিত এবং সংক্ষিপ্তবিষয়বস্তুযুক্ত আরভটী বৃত্তির যে অঙ্গ, তারই নাম সংক্ষিপ্তক। সাগরনন্দী[২১] সংক্ষিপ্তকের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন আচার্য ভরতের অনুসরণে। ধনঞ্জয় অত্যন্ত সংক্ষেপে বলেছেন, "শিল্পযুক্ত সংক্ষিপ্তবস্তুরচনাকে সংক্ষিপ্তি বলা হয়।"[২২] বিশ্বনাথ[২৩] ধনঞ্জয়কেই অবিকলভাবে অনুসরণ করেছেন। তিনি একটি পৃথক লক্ষণ নির্দেশ করেছেন-একপাত্রের পরিবর্তে অন্যপাত্রকে গ্রহণ করা হলেও সংক্ষিপ্তি হয়।"[২৪]

(ঘ) অবপাতন — ভয়হর্ষসমুত্থানং বিদ্রুতসংভ্রান্তবিধিবচনং চ।
ক্ষিপ্রপ্রবেশনির্গমমবপাতমিমং বিজানন্তি।।
[ভরত ১৯৮০ : ২২/৫৯]

— যা ভয় ও আনন্দ থেকে উদ্‌ভূত, যেখানে অভিনয়ের সহায়ক মাটি বা কাঠের তৈরি দ্রব্য রঙ্গমঞ্চে স্থাপিত হয় এবং যা পলায়ন বা ত্রাসযুক্ত এবং যাতে দ্রুত প্রবেশ ও নির্গম হয় তার নাম অবপাতন।

ভরতনির্দেশিত এই লক্ষণটিকেই ধনঞ্জয় সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছেন— "অবপাতস্তু নিষ্কামঃ প্রবেশত্রাসবিদ্রবৈঃ" [ধনঞ্জয় ১৯২১ : ২/৫৪]। বিশ্বনাথ[২৫] সম্পূর্ণভাবে ধনঞ্জয়কেই অনুসরণ করেছেন। সাগরনন্দী তাঁর নাটকলক্ষণরত্নকোশে আচার্য ভরত নির্দেশিত লক্ষণটিকেই উদ্ধৃত করেছেন।

কৈশিকী বৃত্তি

কৈশিকী সুকোমল বৃত্তি। এই সুকোমল বৃত্তিটির নাম কেন কৈশিকী হল তা প্রণিধানযোগ্য। 'ক' শব্দে মস্তক বোঝায়, তাতে শয়ন করে বলেই শব্দটি হয়েছে কেশ। কৈশিক শব্দটি কেশসম্বন্ধীয়। আদিতে কেশবিন্যাসের চারুতাকেই স্ত্রীলোকের অঙ্গসজ্জার শ্রেষ্ঠ সুকুমার নিদর্শন বলে মনে করা হত। এই থেকেই কৈশিক শব্দটি প্রথম চালু হয়। [ভরত ১৩৮৮ : ৩১১]

কৈশিকী বৃত্তির লক্ষণ সম্পর্কে ভরত বলেছেন :

যা শ্লক্ষ্ণনেপথ্যবিশেষচিত্রা
স্ত্রীসংযুতা যা বহুনৃত্তগীতা।
কামোপভোগপ্রভবোপ্রচারা
তাং কৈশিকীং বৃত্তিমুদাহরন্তি।।
[ভরত ১৯৮০ : ২২/ ৪৬-৪৭]

—যা সূক্ষ্ম বেশ বিশেষে সুন্দর, অধিকসংখ্যক স্ত্রীলোক সংযুক্ত, বহু নৃত্য-গীত ও কামোপভোগসংক্রান্ত, তাকেই অভিহিত করা হয় কৈশিকী বৃত্তি অভিধায়।

ধনঞ্জয় অতিশয় সংক্ষিপ্তভাবে এই বৃত্তির লক্ষণ নির্দেশ করেছেন :

গীতনৃত্যবিলাসাদ্যৈর্মৃদুঃ শৃঙ্গারচেষ্টিতৈঃ।
[ধনঞ্জয় ১৯২১ : ২/৪৪]

—কৈশিকী বৃত্তি হল গীতনৃত্যবিলাসসমন্বি মৃদু শৃঙ্গারযুক্ত অভিব্যক্তি।

এই বৃত্তির লক্ষণনির্দেশে সাগরনন্দী[২৬] ও বিশ্বনাথ[২৭] অনুসরণ করেছেন আচার্য ভরতকে।

কৈশিকী বৃত্তির অঙ্গ চারটি — নর্ম, নর্মস্ফূর্জ, নর্মস্ফোট ও নর্মগর্ভ।

(ক) নর্ম- হাস্যকরবচনযুক্ত নর্ম তিন প্রকার- আস্থাপিত শৃঙ্গার (শৃঙ্গরমূলক), বিশুদ্ধকরণ (শুদ্ধ হাস্যযুক্ত) ও নিবৃত্তবীররস (বীর ব্যতিরেকে অন্য রসযুক্ত)। নর্ম সাধারণত ঈর্ষা ও ক্রোধবহুল, তিরস্কারাত্মক বাক্যপূর্ণ, আত্মগ্লানি ও প্রতারণাপূর্ণ।

(খ) নর্মস্ফূর্জ- নবসঙ্গমসম্ভোগো রতিসমুদয়বাক্যবেষসংযুক্তৈঃ।
জ্ঞেয়ো নর্মস্ফূর্জো হ্যবসানভয়াত্মকশ্চৈব।।
[ভরত ১৯৮০ : ২২/৫১]

—যাতে নতুন সঙ্গমসম্ভোগ বর্ণিত হয়, যা রতি থেকে উদ্‌ভূত বাক্য ও বেশযুক্ত এবং যাতে শেষে ভয় থাকে, তা নর্মস্ফূর্জ নামে অভিহিত।

ধনঞ্জয় কৈশিকী বৃত্তির এই অঙ্গটিকে বলেছেন 'নর্মস্ফিজ্জ' এবং এর লক্ষণ নির্দেশ করেছেন এভাবে— "নর্মস্ফিজ্জঃ সুখারম্ভো ভয়ান্তো নবসঙ্গমে" [ধনঞ্জয় ১৯২১ : ২/৪৭] -যার আরম্ভ হয় সুখে ও শেষ হয় ভীতিতে এবং ভাবের মাধ্যমে

অল্পরসের সঞ্চার হয়, তার নাম নর্মস্ফিজ্জ। নাটকলক্ষণরত্নকোশে নাট্যশাস্ত্রের লক্ষণটিই উদ্ধৃত হয়েছে।

(গ) **নর্মস্ফোট** - বিবিধানাং ভাবানাং লবৈর্লবৈর্ভূষিতো বহুবিশেষঃ।
অসমগ্রাক্ষিপ্তরসো নর্মস্ফোটস্তু বিজ্ঞেয়ঃ।
[ভরত ১৯৮০ : ২২/৫২]

— বিবিধ ভাবের একটু একটু করে নিয়ে ভূষিত হয় নর্মস্ফোট যা বহুবিশিষ্টব্যাপারপূর্ণ। এতে সমগ্র রসের অস্তিত্ব থাকে না।

ধনঞ্জয় নির্দেশিত লক্ষণটি ভরতাচার্যের অনুসরণেই রচিত। তবে লক্ষণটি খুবই সংক্ষিপ্ত :

নর্মস্ফোটস্তু ভাবানাং সূচিতোহল্পরসো লবৈঃ।।
[ধনঞ্জয় ১৯২১ : ২/৪৭]

নাটকলক্ষণরত্নকোশে সাগরনন্দী সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে নর্মস্ফোটের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। তাঁর নির্দেশিত লক্ষণটি এখানে উপস্থাপন করা হল :

গুপ্তেন কাচিদ্ ব্যবহরন্তী নায়িকয়াগত্য প্রাপ্তা। অকিঞ্চিৎকুর্বাণেব তূষ্ণীং স্থিতে নায়কে শঙ্কাভয়পরা লজ্জার্তা যত্র কন্যা ভবতি স নর্মস্ফোট।" [সাগরনন্দী ১৩৮৫ : ১৫৩]
—গোপন কর্মে রত কোনো নতুন নায়িকাকে পূর্ব নায়িকা এসে ধরে ফেললেন। নায়ক নির্বাক; শঙ্কা, ভয় এবং লজ্জায় কাতর কন্যাটি যেন কিছুই করছে না- এরূপ অবস্থাকে বলা হয় নর্মস্ফোট।

কালিদাসরচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে এরূপ অবস্থা বর্ণিত। বিশ্বনাথ নির্দেশিত লক্ষণটি দশরূপকের লক্ষণের ভাষান্তরমাত্র— "নর্মস্ফোটো ভাবলেশৈঃ সূচিতোহল্পরসো মতঃ" [বিশ্বনাথ ১৩৮৬ : ৬/১২৭]।

(খ) **নর্মগর্ভ** — বিজ্ঞানরূপশোভাধনাদিভির্নায়কো গুণৈর্যত্র।
প্রচ্ছন্নঃ ব্যবহরতে কার্যবশান্নর্মগর্ভোহসৌ।।
[ভরত ১৯৮০ : ২২/৫৩]

—যেখানে প্রয়োজনবশে নায়ক বিজ্ঞান, রূপ, শোভা, ধন প্রভৃতি গুণে ছদ্মবেশে ব্যবহার করেন, তাকে বলা হয় নর্মগর্ভ।

ধনঞ্জয় আচার্য ভরতের লক্ষণকে অবলম্বন করে অতি সংক্ষেপে নিম্নোক্তভাবে নর্মগর্ভের লক্ষণ করেছেন :

ছন্ননেত্রপ্রতীচারো নর্মগর্ভোঽর্থহেতবে।
[ধনঞ্জয় ১৯২১ : ২/৪৮]

বিশ্বানাথ কবিরাজ ধনঞ্জয়কেই অনুসরণ করে বলেছেন, "নর্মগর্ভো ব্যবহৃতির্নেতুঃ প্রচ্ছন্নবর্তিনঃ।" [বিশ্বনাথ ১৩৮৬ : ৪০৫]

—প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত নায়কের ব্যবহারকে বলা হয় নর্মগর্ভ।

সাগরনন্দীনির্দেশিত লক্ষণে একই বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে :

"যত্র প্রচ্ছাদ্যাত্মনো রূপং তৎকার্যনিষ্পত্তয়ে স্থীয়তে স নর্মগর্ভ উচ্যতে [সাগরনন্দী ১৩৮৫ : ১৫৩]

ভারতী বৃত্তি বৈদর্ভী, গৌড়ীয় ও পাঞ্চালী রীতির অঙ্গ। সাত্ত্বতী বৃত্তি পাঞ্চালী রীতির অঙ্গ। কৈশিকী বৃত্তির অঙ্গ বৈর্দর্ভী রীতি এবং আরভটীর অঙ্গ গৌড়ীয় রীতি।

ভারতীর সংযোগ থাকবে বীর, অদ্ভুত এবং হাস্যরসের সঙ্গে; সাত্ত্বতীর যোগ অদ্ভুত, বীর ও রৌদ্ররসের সঙ্গে; কৈশিকীর সংযোগ শৃঙ্গার, হাস্য ও করুণ রসের সঙ্গে এবং আরভটীর সংযোগ ভয়ানক ও রৌদ্ররসের সঙ্গে। এ প্রসঙ্গে নাটকলক্ষণ-রত্নকোশে বলা হয়েছে :

বীরাদ্ভুত-প্রহসনৈরিহ ভারতী স্যাৎ
সাত্ত্বত্যপীহ গদিতাদ্ভুত-বীর-রৌদ্রৈঃ।
শৃঙ্গার-হাস্য-করুণৈরপি কৈশিকী স্যাদ্
ইষ্টা ভয়ানকযুবতারভটী সরৌদ্রা।
[সাগরনন্দী ১৩৮৫ : ১৪২]

চারটি বৃত্তির মধ্যে ভারতী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আকাশের মহত্ত্ব যেরূপ সকল পদার্থকে ব্যাপ্ত করে আছে, তদ্রূপ ভারতী বৃত্তি সর্বরসব্যাপী অবস্থিত। বৃত্তির চারটি বিভাগ নামেমাত্র। এদের সবগুলির একীভবন ভারতী বৃত্তিতেই পরিলক্ষিত হয় :

রসান্ সর্বানিয়ং বৃত্তির্ভারতী ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
বিভূতির্ব্যোমভূতস্য পদার্থান্ সকলানিব।।
নামমাত্র-সমুদ্দিষ্টাশ্চতস্রো বৃত্তয়ো ময়া
একীভাবস্তু সর্বাসাং ভারত্যামেব দৃশ্যতে।।
[সাগরনন্দী ১৩৮৫ : ১৪২]

বৃত্তি সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন শ্রেণির দৃশ্যকাব্যে বিশেষ বিশেষ বৃত্তির প্রাধান্য থাকে এবং অন্যান্য বৃত্তি অনুষঙ্গিক বৃত্তিরূপে কাজ করে। যেমন, প্রকরণে কৈশিকী, ভাণ ও উৎসৃষ্টিকাঙ্কে ভারতী, বীথীতে কৈশিকী এবং প্রহসনে কৈশিকী ও ভারতী বৃত্তির প্রাধান্য বিরাজমান। বৃত্তির সঙ্গে রসেরও সাতিশয় সম্পর্ক রয়েছে। যে-রূপকে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য থাকে, সেই রূপকে কৈশিকী বৃত্তিই প্রধান। কিন্তু যে-রূপকে মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ প্রভৃতির প্রাধান্য থাকে, সেই রূপকে কৈশিকী বৃত্তির অস্তিত্ব থাকে না। আচার্য বিশ্বনাথ দৃশ্যকাব্যে বৃত্তির বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, বৃত্তি হচ্ছে সকল দৃশ্যকাব্যের জননী স্বরূপিণী এবং নায়ক প্রভৃতির চেষ্টা বিশেষ :

চতস্রো বৃত্তয়ো হ্যেতাঃ সর্বনাট্যস্য মাতৃকাঃ।
স্যুর্নায়কাদিব্যাপারবিশেষো নাটকাদিষু।।
[বিশ্বনাথ ১৩৮৬ : ৬/১২২-১২৩]

বিশ্বনাথের এই উক্তি থেকেই নাটক প্রভৃতিতে বৃত্তির সাতিশয় গুরুত্ব নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত।

টীকা

১. কৃত্তদ্ধিতসমাসৈকশেষসনাদ্যন্তধাতুরূপা ঃ পঞ্চবৃত্তয়ঃ।
[বাসন্তীকুমার ১৯৬০ : ৫]

২. প্ররোচনা সা যত্রৈব প্রখ্যাতোদাত্তবস্তুনঃ।।
প্রশংসয়া প্রেক্ষকাণামুন্মুখীকরণং তু যঃ।
[শারদাতনয় ১৯৬৮ : ১৯৭]

৩. দেশ-কাল-কথা-নাট্য-সভ্যাদীনাং প্রশংসয়া।
শ্রোতৃণামুন্মুখীকারঃ কথিতেয়ং প্ররোচনা।।
[রূপগোস্বামী ১৯৬৪ : ১১]

৪. ..... অত্রোন্মুখীকারঃ প্রশংসাতঃ প্ররোচনা।
[বিশ্বনাথ ১৩৮৬ : ৬/৩০]

৫. উন্মুখীকরণং তত্র প্রশংসাতঃ প্ররোচনা।
[শ্রীকৃষ্ণ কবি ১৯২৪ : ৬৬]

৬. পদান্যনবগতার্থানি প্রশ্নেনাবগতার্থৈঃ পদৈঃ
প্রতিপাদয়তি যত্তদুচ্যতে।
[সাগর নন্দী ১৩৮৫ : ১৪৭]

৭. তত্রোদ্‌ঘাত্যকমন্যোন্যালাপমালা দ্বিধা হি তৎ।
গূঢ়ার্থপদপর্যায়ক্রমাৎ প্রশ্নোত্তরক্রমাৎ।।
[শিঙ্গভূপাল ১৯১৬ : ৩/১৬৭]

৮. যোগক্ষেমাবহং কর্ম প্রারব্ধং বীক্ষ্য নিষ্ফলম্।
পরাবৃত্যারভেতান্যদ্ ভবেৎ স পরিবর্তকঃ।।
[সাগরনন্দী ১৩৮৫ : ১৫১]

৯. ভেদঃ চ সাম দানং চ ত্রয়ং নিষ্ফলতাং গতম্।
উদ্ধরেদ্দণ্ডমাস্থায় যৎ স্যাত্তৎ পরিবর্তকম্।।
[সাগরনন্দী ১৩৮৫ : ১৫১]

১০. অন্যে তু প্রকৃতস্য কার্যস্য দৈববশাদন্যথৈব পরিপাকঃ স পরিবর্তকঃ।
[সাগরনন্দী ১৩৮৫ : ১৫১]

১১. মন্ত্রার্থকার্যসংসক্তো দোষাদ্দৈবস্য চাত্মনঃ।
সংঘাতভেদজননঃ সাংঘাত্যঃ কূট উচ্যতে।।
[সাগরনন্দী ১৩৮৫ : ১৫১]

১২. মন্ত্রার্থৈর্দৈবশক্ত্যাদেঃ সাংঘাত্য ঃ সংঘভেদনম্।।
[বিশ্বনাথ ১৩৮৬ : ৪০৬]

১৩. মন্ত্রার্থদৈবশক্ত্যাদেঃ সাঙ্‌ঘাত্যঃ সঙ্‌ঘভেদনম্।।
[ধনঞ্জয় ১৯২১ : ১/৫১]

১৪. মায়াদ্যুত্থাপিতং বস্তু বস্তূত্থাপনমিষ্যতে ।
[ধনঞ্জয় ১৯২১ :১/৫৪]

১৫. বস্তূত্থাপনং যথা- শম্বরকামদেবয়োঃ সংগ্রামে
কিং স্যাদত্র শিশোঃ কামস্যেতি হরেঃ ক্রোধঃ,
সীরিণঃ সম্ভ্রমঃ, শোকো যাদবানাং ভয়ং বসুদেবস্য।

১৬. মায়াদ্যুত্থাপিতং বস্তু বস্তূত্থাপনমুচ্যতে।।
[বিশ্বনাথ ১৩৮৬ : ৬/১৩৪]

১৭. বীররৌদ্রাদ্ভুতপ্রায়ৈর্যুক্তঃ সম্ভ্রমময়ো যুদ্ধ-নিযুদ্ধ—বহুলঃ কপটময়ঃ শস্ত্র-প্রপাত-বিষমঃ।

[সাগরনন্দী ১৩৩৫ : ১৫৪]

১৮. সম্ফেটস্তু সমাঘাতঃ ক্রুদ্ধসত্বরয়োর্দ্বয়োঃ।

[ধনঞ্জয় ১৯২১ : ১/৫৪]

১৯. সংফেটস্তু সমাঘাতঃ ক্রুদ্ধসত্বরয়োর্দ্বয়োঃ।।

[বিশ্বনাথ ১৩৮৬ : ৪০৮]

২০. নাট্যে যানি রথ-চর্ম-বর্ম-ধ্বজাদীনি ক্রিয়ন্তে তাণি পুস্ত ইতি কীর্তিতানি।

[সাগরনন্দী ১৩৮৫ : ১৫৪]

২১. সংক্ষিপ্তবস্তুবিষয়ঃ প্রয়োগাশ্রিত-শিল্পবান্।
বহুপুস্তোত্থানকৃতৈর্বৈষৈঃ সংক্ষিপ্তকো মতঃ।।

[সাগরনন্দী ১৩৮৫ : ১৫৪]

২২. সংক্ষিপ্তবস্তুরচনা সংক্ষিপ্তিঃ শিল্পযোগতঃ।

[ধনঞ্জয় ১৯২১ :. ২/৫৩]

২৩. সংক্ষিপ্তা বস্তুরচনা শিল্পৈরিতরথাপি বা।

[বিশ্বনাথ ১৩৮৬ : ৬/১৩৫]

২৪. সংক্ষিপ্তিঃ স্যান্নিবৃত্তৌ চ নেতুর্নেত্রন্তরগ্রহঃ।।

[বিশ্বনাথ ১৩৮৬ : ৬/১৩৫]

২৫. প্রবেশত্রাসনিক্রান্তিহর্ষবিদ্রবসম্ভবম্। অবপাতনমিত্যুক্তম্।।

[বিশ্বনাথ ১৩৮৬ : ৬/১৩৬]

২৬. শৃঙ্গারাভিনয়োদ্ভাসি-পাঠ্য-মাল্য-বিভূষণা।
নৃত্য-বাদিত্র-গীতাঢ্যা কামসম্ভোগলক্ষণা।।
সুকুমার-কাব্যবদ্ধামুজ্জ্বলবস্ত্রাভরণবেষাং চ।
কামোপচারবহুলাং ভাষন্তে কৈশিকীং কবয়ঃ।।

[সাগরনন্দী ১৩৮৫ : ১৫২]

২৭. যা শ্লক্ষ্ণনেপথ্যবিশেষবিচিত্রা
স্ত্রীসংকুলা পুষ্কলনৃত্যগীতা।
কামোপভোগপ্রভবোপচারা
সা কৈশিকী চারুবিলাসিযুক্তা।।

[বিশ্বনাথ ১৩৮৬ : ৬/১২৪]

গ্রন্থপঞ্জি

ধনঞ্জয় — *দশরূপকম্* (সম্.. বিষ্ণুপদবসু)। ১৯২১ কলকাতা।

বিদ্যানাথ — *প্রতাপরুদ্রীয়ম্* (সম্. পণ্ডিত মধুসূদন শাস্ত্রী)। বারাণসী। ১৯৮১

ভট্টাচার্য বাসন্তীকুমার (সম্.) *সমগ্রব্যাকরণকৌমুদী*। ঢাকা। ১৯৬০

বিশ্বনাথ — *সাহিত্যদর্পণঃ* (সম্. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়)। কলকাতা। ১৩৮৬

ভরত — *নাট্যশাস্ত্র*। কলকাতা : নবপত্রপ্রকাশন। ১৯৮০

'নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতচিন্তা' নবপত্র-প্রকাশিত ভরত *নাট্যশাস্ত্রের* দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা। ১৩৮৮

রূপগোস্বামী — *নাটকচন্দ্রিকা* (সম্. বাবুলাল শুক্লশাস্ত্রী)। জলন্ধর। ১৯৬৪

শারদাতনয় — *ভাবপ্রকাশঃ* (সম্. যদুগিরি যতিরাজ স্বামী ও কে. এস. রামস্বামী শাস্ত্রী)। বরোদা। ১৯৬৮

শিঙ্গভূপাল — *রসার্ণবসুধাকরঃ* (সম্. টি, গণপতি শাস্ত্রী)। ত্রিবান্দ্রাম। ১৯১৬

শ্রীকৃষ্ণ কবি — *মন্দারমরন্দচম্পূঃ* (সম্. পণ্ডিত কেদারনাথ ও বাসুদেব লক্ষণশাস্ত্রী পনসীকার)। নির্ণয়সাগর। ১৯২৪

সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় — *ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক*। কলকাতা। ১৯৭৪

সাগরনন্দী — *নাটকলক্ষণরত্নকোশঃ* (সম্. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়)। কলিকাতা। ১৩৮৫

A. Berriedale keith. — *The Sanskrit Drama*. Delhi : Motilal Banarsidas. 1992